

## সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

তারিখঃ ১৫/০৮/২০২৫

### আসিফ মাহতাব এর বিরুদ্ধে সাহারা চৌধুরীর কথিত হুমকি এবং এর প্রেক্ষিতে সিলেট মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাহারা চৌধুরীর বহিষ্কার প্রসঙ্গে

যৌন ও লৈঙ্গিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর অধিকারের পক্ষে একজন সুপরিচিত কর্মী এবং জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা সাহারা চৌধুরীকে সিলেট মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করার ঘটনায় আমরা গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছি। এই সিদ্ধান্তটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পরিচালিত হয়রানি ও ভীতিপ্রদর্শনের সমন্বিত প্রচারণার পর এসেছে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও এতে প্রশ্রয় দিয়েছে।

একই সঙ্গে, সাহারার বিরুদ্ধে বিরোধী মতাবলম্বী কর্মীদের হত্যার হুমকি দেওয়ার অভিযোগটিও গুরুতর উদ্বেগের বিষয়। কোনো নাগরিক কোনো অবস্থাতেই অন্যকে সহিংসতার হুমকি দিতে বা সহিংসতায় উসকে দিতে পারে না।

### অভিযুক্ত হুমকির প্রসঙ্গে

সাহারার বিরুদ্ধে আনা যেকোনো অভিযোগের ক্ষেত্রে একটি ন্যায্য, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া আবশ্যিক। ভিন্ন মতাদর্শ ও বিশ্বাস পোষণকারীদের রাজনৈতিক ও বৌদ্ধিকভাবে মোকাবিলা না করে তাদের হুমকি দেওয়া অগ্রহণযোগ্য এবং আইনত দণ্ডনীয়।

আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা কেবলমাত্র আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ব এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে হবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আইনি ও বিচারিক কাঠামোর মধ্য দিয়ে। আইনি ও বিচারিক প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে অভিযুক্তকে জনতার রোষে সোপর্দ করা, তার লিঙ্গ পরিচয়কে ব্যবহার করে তাকে হত্যাযোগ্য করে তোলা, বা উগ্রবাদী জনতার দাবির ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা — সবই আইনশৃঙ্খলার চরম লঙ্ঘন এবং অরাজকতার নিদর্শন।

### প্রেক্ষাপট

এই ঘটনা বাংলাদেশের বৃহত্তর বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে — যেখানে ক্ষমতামূলী দল ও ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠী একজোট হয়ে জনতার সহিংসতাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে ভিন্নমতকে স্তম্ভ করতে। যারা ঘৃণা ও সহিংসতায় উসকানি দেয় তারা অবোধে সক্রিয় থাকে, অথচ যাদের বক্তব্য প্রেক্ষাপটহীনভাবে কেটে নেওয়া হয় তাদের শাস্তি দেওয়া হয়। এই দ্বৈত ন্যায়বিচার আইনের শাসনকে দুর্বল করেছে এবং ত্রাসের সংস্কৃতি তৈরি করেছে।

## সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক লঙ্ঘন

এই বহিষ্কারাদেশ বাংলাদেশের সংবিধানের মৌলিক অধিকারগুলির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন:

- মত প্রকাশের স্বাধীনতা (ধারা ৩৯)
- আইনের চোখে সমতা (ধারা ২৭)
- বৈষম্য থেকে সুরক্ষা (ধারা ২৮)

এছাড়াও এটি মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র এবং আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার চুক্তির অধীনে বাংলাদেশের অঙ্গীকারের পরিপন্থী।

## আমাদের দাবিসমূহ

- অবিলম্বে সাহারা চৌধুরীকে পুনর্বহাল করতে হবে।
- সাহারার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ এবং তিনি যে হয়রানি সহ্য করেছেন তার স্বাধীন ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে।
- ভিন্ন মত ও পরিচয়ের মানুষের বিরুদ্ধে সহিংসতা ও ভয়-ভীতি ছড়িয়েছে যারা, তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।
- প্রান্তিক শিক্ষার্থী ও শিক্ষকসহ সবার অধিকার ও নিরাপত্তা রক্ষায় নীতিগত সুরক্ষা নিতে হবে।
- দণ্ডবিধির ৩৭৭ ধারা বাতিল করতে হবে।

## মূলনীতি

যতক্ষণ না সবাই মুক্ত, ততক্ষণ কেউই সত্যিকার অর্থে মুক্ত নয়। রাষ্ট্রকে অবশ্যই প্রতিটি মানুষের জীবন, অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করতে হবে — লিঙ্গ, যৌনতা, জাতি, ধর্ম বা শ্রেণি নির্বিশেষে। অন্যথায় রাষ্ট্রের এই মৌলিক উপাদানগুলো শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিবর্তে দমন-পীড়নের যন্ত্রে পরিণত হবে।

বার্তা প্রেরক,

সালাহ উদ্দিন

জনসংযোগ কমিটি

সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি